সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি

বর্তমান অফিস: 'সুফিয়া কামাল ভবন' ১০/বি/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫১১৯০৪, ৯৫৮২১৮২ ফ্যাক্স: ৯৫৬৩৫২৯, ই-মেইল: info@mahilaparishad.org

প্রস্তাবিত বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন ২০১৬-এর বিশেষ বিধান বাতিলের দাবিতে

সমাবেশের প্রস্তাব

১৮ জানুয়ারি ২০১৭, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

বিশেষ বিধান বাতিল করে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৬ জাতীয় সংসদে পাশ করা হোক

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৬, "বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৬" শীর্ষক বিলটি জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে। প্রায় ৯০ বছরের পুরনো আইনটি যুগোপযোগী করার এই উদ্যোগকে আমরা (এ দেশের ৬৯টি নারী, মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠনের প্ল্যাটফরম) সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে বর্তমান সরকার নারী উন্নয়ন নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেখানে নারী এবং পুরুষের সমান সুযোগ সৃষ্টির নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এই নীতিমালায় নারী শিক্ষা এবং নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলায় সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন সরকার জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় বাজেটেও নারী উন্নয়নকে সম্পৃক্ত করেছে। বাংলাদেশের জিডিপির শতকরা ২ শতাংশ নারীর সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় করা হয়েছে। যার সুবিধাভোগী ভাগ্যবঞ্চিত অসহায় দরিদ্র নারীগোষ্ঠী। নারী শিক্ষার উন্নয়নে সরকার দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত নারী শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ৬০ ভাগ নারী শিক্ষক দ্বারা পূরণ করা হচ্ছে। শিক্ষার পাশাপাশি বর্তমান সরকার মাতৃস্বাস্থ্য এবং পুষ্টির দিকেও নজর দিচ্ছে। সরকারের এতসব ইতিবাচক উদ্যোগের পাশে বাল্যবিবাহের উচ্চহার বাংলাদেশের জন্য একটি নেতিবাচক দিক।

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের পাশাপাশি সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। এ অবস্থায় বাল্যবিবাহ বন্ধে একটি যুগোপযোগী আইন থাকা জরুরি। প্রস্তাবিত আইনে বাল্যবিবাহ বন্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে আদালতকে। এ ছাড়া এ আইনের বলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাদের বাল্যবিবাহ বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রয়েছে। বিলে বাল্যবিবাহ করলে দুই বছরের কারাদণ্ড বা এক লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধানসহ মাতা-পিতা ও অন্যদের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এসব উদ্যোগ অত্যন্ত ইতিবাচক। আমরা এ জন্য সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

তবে এই আইনের ১৯ ধারায় একটি বিশেষ বিধান যোগ করা হয়েছে যা আইনের প্রগতিশীল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে আমরা মনে করি। এই বিধান বলে বিশেষ প্রেক্ষাপটে 'সর্বোত্তম স্বার্থে' আদালতের নির্দেশে এবং মা-বাবার সম্মতিতে যে কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েশিশুর বিয়ে হতে পারবে। এই বিশেষ বিধান রেখে আইনটি জাতীয় সংসদে পাস করা হলে তা শিশু অধিকার আইন ও আন্তর্জাতিক সনদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে। কারণ জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি) ও বাংলাদেশের প্রচলিত শিশু আইনে বয়স ১৮ বছরের কম হলে তাকে শিশু বলা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, এই বিশেষ বিধানটি যুক্ত করে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৬ পাস করা হলে মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। পাশাপাশি, নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধিসহ অপরিণত গর্ভধারণ, ফিস্টুলা, মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে পড়ার হার এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। বর্তমান সরকারের কাছে যা মোটেও প্রত্যাশিত নয়।

কারণ আমরা মনে করি নারীর ক্ষমতায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গৃহীত বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপের কারণে অনেক অগ্রযাত্রা সূচিত হয়েছে। সব ধরনের প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করারক্ষেত্রে তিনি অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল জোটের এই সরকারের পক্ষেই সম্ভব প্রগতিমুখী একটি আইন প্রণয়ন করে দেশকে বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে মেয়েদের শৈশবকে নিরাপদ করে তোলা। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের মর্যাদাকে আরও উর্ধ্বে তুলে ধরা।

সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি

বর্তমান অফিস: 'সুফিয়া কামাল ভবন' ১০/বি/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫১১৯০৪, ৯৫৮২১৮২ ফ্যাক্স: ৯৫৬৩৫২৯, ই-মেইল: info@mahilaparishad.org

এই পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৬-এ কোন রকম শর্ত বা বিশেষ বিধান যুক্ত না করে জাতীয় সংসদে পাশ করার বিশেষ অনুরোধ করছি।

সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির পক্ষে—

১। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
২। আইন ও সালিশ কেন্দ্র
৩। স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট
৪। বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ
৫। ব্র্যাক
৬। উইমেন ফর উইমেন
৭। কেয়ার বাংলাদেশ
৮। কর্মজীবী নারী
৯. জাতীয় শ্রমিক জোট
১০। কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড
১১। আইইডি
১২। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি
১৩। নিজেরা করি
১৪। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
১৫। ঢাকা ওয়াইডব্লিউসিএ
১৬।পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন
১৭। অক্সফাম জিবি
১৮। এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ
১৯। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ
২০। আওয়াজ ফাউন্ডেশন
২১। প্রিপ ট্রাষ্ট
২২। এডিডি বাংলাদেশ
২৩। ওয়ার্ল্ড ভিশন
২৪। গণসাক্ষরতা অভিযান
২৫। নাগরিক উদ্যোগ
২৬। ঢাকা ডেভেলপমেন্ট ফোরাম
২৭। প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ
২৮। সারি
২৯।বাউশি
৩০। পাক্ষিক অনন্যা
৩১। এসিডি রাজশাহী
৩২। ব্রতী
৩৩। নারী মৈত্রী
৩৪। প্রদীপ
৩৫। পেশাজীবী নারীসমাজ
৩৬। ওয়েভ ফাউন্ডেশন
৩৭। ইক্যুয়িটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ
৩৮। বিডিপিসি
৩৯। যুক্ত
৪০। বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্র
৪১। নারী উদ্যোগ কেন্দ্র
৪২। জাতীয় নারী শ্রমিক জোট
৪৩। সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন
৪৪। বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
৪৫। জাতীয় নারী জোট
৪৬। শক্তি ফাউন্ডেশন
৪৭। বিপিডব্লিউ ক্লাব
৪৮। উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী
৪৯। এসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশন
৫০। নারী মুক্তি সংসদ
৫১। সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
৫২। ডিআরআরএ
৫৩। জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম
৫৪। হিল উইমেন্স ফেডারেশন
৫৫। প্রশিকা
৫৬। আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট
৫৭। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
৫৮। বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ইউনিভার্সিটি উইমেন
৫৯। সরেপটেমিষ্ট ইন্টারন্যাশন্যাল ক্লাব, ঢাকা
৬০। আর ডি আর এস
৬১। বিল্‌স
৬২। এডাব
৬৩। এসডিএস জয়পুরহাট
৬৪। এফপিএবি
৬৫। ওয়াই ডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশ
৬৬। দলিত নারী ফোরাম
৬৭। দীপ্ত ফাউন্ডেশন
৬৮। অপরাজেয় বাংলাদেশ
৬৯। ব্লাষ্ট